# আজ থেকে আমরণ অনশনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা

## বাড়িভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়: শিক্ষা উপদেষ্টা

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক** : বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবি আদায়ে আজ দুপুর থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে বসছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। আন্দোলনের পঞ্চমদিন অর্থাৎ গতকাল রাতে এ ঘোষণা দেন আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর মোর্চা এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট।

এ জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘শুক্রবার (আজ) দুপুর ২টা থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু হবে। অনশন করতে করতে আমরা এখানেই মৃত্যুবরণ করবো। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা যাবো না, আমাদের লাশ এখান থেকে যাবে।’

তবে শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার (সিআর আবরার) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার, (১৬ অক্টোবর ২০২৫) সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা অভিমুখে ‘পদযাত্রা’ কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

এ বিষয়ে আজিজী বলেন, অনেক রাজনৈতিক নেতা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা কর্মসূচি ঘিরে আশঙ্কার কথা বলেছেন। ‘সুযোগ সন্ধানীরা’ এই সুযোগ নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষকদের দাবি ‘মেনে নিতে’ সেসব রাজনৈতিক নেতারা সরকারকে ‘চাপ’ দিচ্ছেন বলে ‘আশ্বস্ত করেছেন’। এ অবস্থায় যমুনা অভিমুখী কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘অব্যাহত কর্মবিরতির’ মাধ্যমে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের শ্রেণি কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে শিক্ষকরা।

গতকাল বেলা সাড়ে ১২টায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ও রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা অভিমুখে ‘পদযাত্রা’ কর্মসূচি ছিল তাদের, তবে শিক্ষক নেতারা সচিবালয়ে বৈঠক করতে যাওয়ায় সেটি বিলম্বিত হয়।

সচিবালয়ে বৈঠক শেষে বেলা সোয়া ৩টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফিরে শিক্ষক নেতা আজিজী প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে বলেন, ‘শিক্ষা উপদেষ্টা এর সমাধান করতে পারবে না। আজকের আলোচনার পরে, যদি মনে চায় সমাধান করেন।’

বৈঠক শেষে শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার (সিআর আবরার) সাংবাদিকদের বলেছেন, বাড়ি ভাড়া ৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। শিক্ষকরা রাজি হলে আগামী ১ নভেম্বর থেকেই এই ৫ শতাংশ বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি বাস্তবায়ন সম্ভব। সরকার শিক্ষকদের এমন কোনো আশ্বাস দিতে চায় না, যা পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

এর আগে গতকাল বুধবার প্রায় তিন ঘণ্টা শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ করে রাখার পর বিকেল ৫টায় শহীদ মিনারে অবস্থান নেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

তারা মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার ৫০০ টাকা করা এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করার দাবিতে আন্দোলন করছেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের ব্যানারে গত রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু হলেও

দুপুরে পুলিশের অনুরোধে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলে যান। তাদের একটি অংশ সেখানে যেতে অনীহা দেখালে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে, জলকামানের পানি ছিটিয়ে এবং লাঠিপেটা করে তাদের সরিয়ে দেয়।

শিক্ষকদের ওপর ‘পুলিশের হামলার’ প্রতিবাদে গত সোমবার থেকে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা করা

ে পৃষ্ঠা ১১ : ক : ৪

আজ থেকে আমরণ অনশনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। পরদিন বিকেলে তারা পদযাত্রা নিয়ে শহীদ মিনার থেকে সচিবালয়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে হাইকোর্টের মাজার ফটকের সামনে পুলিশ পদযাত্রা আটকে দেয়। রাত ৮টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের পর সরে গিয়ে বাকি রাত শহীদ মিনারে অবস্থান করেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে সরকার দাবি মেনে প্রজ্ঞাপন জারি না করলে এরপর ‘শাহবাগ ব্লকেড’ কর্মসূচির মাধ্যমে শাহবাগ মোড় অবরোধের ঘোষণা দিয়েছিল শিক্ষকরা।

সরকার গত ৩০ সেপ্টেম্বর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ৫০০ টাকা বাড়িয়েছে; তবে গত ৫ অক্টোবর এই ঘোষণা প্রকাশ হলে শিক্ষকরা তা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক দেন। এরপর গত ৬ অক্টোবর শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা অন্তত দুই হাজার বা তিন হাজার টাকা করার প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন পান। তারা মূল বেতনের সঙ্গে মাসে ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। আর এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া ভাতা পেতেন, যা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে।

শিক্ষকরা আগে বছরে ২৫ শতাংশ হারে বছরে দুইটি উৎসব ভাতা পেলেও গত মে মাসে বাড়ানোর পর তারা ও এমপিওভুক্ত কর্মচারীরা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হারে উৎসব ভাতা পাচ্ছেন।